দৈনিক
ইত্তেফাক

14 APR 2008

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরে আগষ্টে সংঘটিত সহিংস ঘটনার প্রভাবে জাতীয় জীবনে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার রেশ ও আতঙ্ক এখনো সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। ঘটনা তদন্তে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সরকারের কাছে দাখিল করা উহার দীর্ঘ প্রতিবেদনে যে সকল সুপারিশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশটি বহুল আলোচিত এবং সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই গুরুত্ব পাইবার মতো। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শিক্ষক রাজনীতির যে সুযোগ রহিয়াছে, তাহা সংশোধন ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অধ্যাদেশটি পুনর্মূল্যায়নের সুপারিশ করা হইয়াছে তদন্ত প্রতিবেদনে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বা রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করিতে ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলের বিধি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রয়োজনবোধে বিলোপের কথা বলা হইয়াছে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসাবে প্রভূত খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিগত কয়েক যুগে বিষদুষ্ট রাজনীতির বদৌলতে 'প্লেস অব এক্সিলেন্স' না হইয়া পরিণত হইয়াছে 'প্লেস অব ভায়োলেন্স' বা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের আখড়া। এমন ক্ষতিকারক পরিস্থিতি জাতি মানিয়া লইতে পারে না। ক্যাম্পাসে শিক্ষার উপযোগী শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের জ্ঞানানুশীলনকে কার্যকর করা সম্ভব হইলে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সঠিক নেতৃত্ব দানে সক্ষম হইবে। এই প্রাসঙ্গিকতায় বিচারপতি হাবিবুর রহমান তদন্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচিত এবং গৃহীত হউক, ইহাই একান্তভাবে কাম্য।